উচ্চমাধ্যমিক বাংলা সাজেশন

www.shekhapora.com

কবিতা

*রূপনারায়নের কূলে *

২০২২ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৩ টি প্রশ্নোত্তর ।

প্রশ্ন: ১। "মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।"--বক্তা কে ? 'মৃত্যুতে সকল দেনা' বলতে কি বোঝানো হয়েছে ?সেই 'দেনা' কীভাবে কবি শোধ করতে চেয়েছেন ?(১+১+৩=৫) (২০১৯)

উত্তরঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের **'শেষ লেখা'** কাব্যগ্রন্থের '১১ সংখ্যক' কবিতা থেকে গৃহীত **'রূপনারানের কূলে'** নামক কবিতায় উদ্ধৃত উক্তিটির বক্তা হলেন স্বয়ং কবি।

■ জীবনে আগমণকারী দুঃখ,কষ্ট,বেদনা থেকে একমাত্র মুক্তির উপায় হল মৃত্যু।আর এই মৃত্যুকে কবি সকল দেনা শোধ করার একমাত্র উপায় বলে মনে করেন।

■ জীবন সায়াহ্নে উপনীত কবি জগৎ ও জীবনের বাস্তব স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। 'রূপনারাণ' শব্দটির দ্বারা আলোচ্য কবিতায় শুধুমাত্র একটি নদীকে বোঝাননি ; তাকে করে তুলেছেন রূপময়-প্রাণময় জগৎ ও জীবনের প্রতীক। জীবন স্বপ্ন -কল্পনা-অস্পষ্টতা-বিচ্ছিন্নতা কিংবা মায়াময়তার স্বরূপ নয়।বাস্তব ও নির্মম কঠিন সত্য এর ভিত্তি। আর সেই সত্যকেই কবি ভালোবেসেছেন। কারণ তা কখনো কাউকে বঞ্চনা করে না, মিথ্যার মোড়কে কোন কিছু উপস্থাপন করে না, কেবল সত্যের স্বরূপটি উদঘাটিত করে। কবি একবার লিখেছিলেন-----

" সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে— নহে দূর, নহে বহু দূর।" ('আরোগ্য'- ৮)

সত্য কবিকে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করায়। তাই কবি সত্যকে লাভ করার জন্য জীবনে আসা সমস্ত দুঃখ,যন্ত্রণা,বেদনাকে হৃদয়ে ধারণ করে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিত্রাণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রশ্নঃ ২। 'রূপনারানের কূলে/জেগে উঠিলাম' –কে জেগে উঠলেন ? কবির জেগে ওঠার তাৎপর্য আলোচনা করো । ১+৪

অথবা

"জানিলাম এ জগৎ/স্বপ্ন নয়' – কবির এই মন্তব্যের তাৎপর্য লেখ। ৫

উত্তরঃ- জীবন সায়াহ্নে উপনীত কবি রবীন্দ্রনাথ **'শেষ লেখা'** কাব্যগ্রন্থের এগারো সংখ্যক কবিতা **'রূপনারায়ণের কূলে'**-তে তাঁর পরিণত বয়সের জীবনদর্শনের এক অসামান্য প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবির কাছে রূপনারায়ণ এক রূপময় বাস্তব জগৎ, প্রাণের প্রবাহ।

এ কাব্যের মধ্যে কবির মৃত্যুচেতনা স্পষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জীবনবাদী কবি। আলোচ্য **'রূপনারানের কূলে'** নামাঙ্কিত কবিতায় দেখি তিনি অনুভব করেছিলেন, যে জগতকে তিনি এতোদিন **'স্বপ্ন'** বলে জেনেছিলেন সে জগৎ আসলে স্বপ্নের জগৎ নয়। সে জগৎ সুন্দর, স্নেহময়, প্রীতিময়, আত্মীয়তার জগৎ।

রূপনারানের কূলে জেগে উঠে কবি আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। কঠিন দুঃখের তপস্যায় তিনি সত্যকে চিনতে পেরেছিলেন। জেনেছিলেন, এ জগৎ শুধু স্বপ্ন নয়। এই উপলব্ধি থেকে কবি লিখেছেন –

"রূপনারানের কূলে /জেগে উঠিলাম, /জানিলাম এ জগৎ / স্বপ্ন নয়।"

মৃত্যুর ছলনা জীবনের গতিকে কখনো রুদ্ধ করতে পারে না। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন দঃখের তপস্যার মধ্যে দিয়ে জগৎকে চিনতে হয়। মৃত্যু-ভয়কে ছিন্ন করে তিনি কঠিন সত্যকে আপন করে নিয়েছিলেন। জীবনের পর্ব থেকে পর্বান্তরে চলবার সময় কত বাধা-বিঘ্ন-বিপদ তার গতিকে রুদ্ধ করেছিল। **'আঘাতে আঘাতে, বেদনায় বেদনায়** ' জর্জরিত কবি জেনেছিলেন **'সত্য যে কঠিন'**। মৃত্যুকে কবি ভয় পাননি। বরং মৃত্যু তার কাছে সুন্দর রূপে ধরা দিয়েছিল। জগতের রূপ-রস-গন্ধ, মানুষের স্নেহ-শ্রদ্ধা, মায়া-মমতার বন্ধন দেখে অভিভূত হয়েছিলেন কবি। সেই সঙ্গে তিনি পেয়েছিলেন নানা আঘাত। প্রিয়জনের মৃত্যু তাকে ব্যথিত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন **'সত্যের দারুণ মূল্য লাভ'** করবার জন্যে দুঃখের আঘাত সহ্য করতে হয়। এ জন্যে কবি লিখেছেন –

"সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।"

-- এভাবে কবি 'দুঃখের তপস্যা' দিয়ে তাঁর জগৎকে চিনেছিলেন। এই জগৎ স্বপ্নের কোনো ধূসর জগৎ নয়, সত্যের দারুণ মূল্যে এই জগৎকে লাভ করা যায় ।

প্রশ্ন ৩। "আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন" – কবি কেন জীবনকে দুঃখের তপস্যা বলেছেন ? এখানে কবির মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ? ২+৩

উত্তরঃ- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের **'শেষ লেখা'** কাব্যগ্রন্থের '১১ সংখ্যক' কবিতা থেকে গৃহীত **'রূপনারানের কূলে'** নামক কবিতায় উদ্ধৃত উক্তিটির বক্তা হলেন স্বয়ং কবি।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের জীবন দুঃখ ভারাক্রান্ত। ব্যক্তিগত জীবনে প্রিয়জনের অকালমৃত্যু, রাজনৈতিক অভিসন্ধি, সামাজিক অভিঘাত কবিকে বিপর্যস্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথের বহু অমর সৃষ্টি তার বেদনার্ত হৃদয় থেকে জাত। জীবনের সায়াহ্নবেলায় কবি শোকের-তাপের-বেদনার মুহূর্ত স্মরণ করে অগ্নিশুদ্ধ হতে চেয়েছেন –

"আপন আগুনে শোকদগ্ধ করি দিল আপনারে / উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে / সায়াহ্নবেলায় ভালে অস্ত সূর্য দেয় পরাইয়া / রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা / স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন রাত্রির মুখশ্রীরে / তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু নাড়াইল মোরে / জীবনের পশ্চিমসীমায়।" (জন্মদিনে - ৮)

বিশ্বকবি হয়ে ওঠার নেপথ্যে বহু দুঃখ, বহু বেদনা কবি আত্মস্থ করেছেন। সে বেদনা কবিকে জীবনরসে সমৃদ্ধ করেছে। তাই তো আলোচ্য কবিতায় কবির মত - **"চিনিলাম আপনারে/আঘাতে আঘাতে/বেদনায় বেদনায়"** কবিস্বরূপ উপলব্ধ হয়েছে বেদনার বাণীতে। | জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিতাই সত্য ও কঠিন জগৎকে প্রামাণ্য ও বিশ্বাসযোগ্য। বলে মনে করেছেন। কারণ – **"সে কখনো করে না বঞ্চনা।"** দুঃখ থেকেই যে সুখ ও আনন্দের উৎসার সে কথা কবি ব্যক্ত করেছেন। দুঃখের দহনে দগ্ধ কবি জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। অগ্নিশুদ্ধ খাটি সোনা লাভ করতে কবি দুঃখের তাপস রূপে জীবনে পরিচিত চেয়েছেন। রূঢ় ও কঠিন জীবনভাষ্য কবিকে সত্যের মূল্য লাভ করতে প্রেরণা দিয়েছে। তাই, কবি শেষ জীবনেও উপর্যুপরি আঘাতের পরও অটল ও অচঞ্চল থাকতে পারেন ।

শেখাপড়া.com